

ক. বিশুদ্ধ জল (যাত্রাপুস্তক ১৫:২২-২৭)

- ❖ যদি ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকেন, তাহলে আমাদের সঙ্গে খারাপ কিছু কীভাবে ঘটতে পারে? লাল সাগর পার হওয়ার পর ইস্রায়েলীয়দের এমনটাই ভাবনা ছিল।
- ❖ পান করার মতো জল না পেয়ে তারা অভিযোগ করল, “আমরা কী খাব?” (যাত্রাপুস্তক ১৫:২৪)। ঈশ্বর চাইলে আগে থেকেই জল বিশুদ্ধ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করলেন।
- ❖ তিনি মোশিকে আশ্চর্যকর্ম করতে সাহায্য করতে বললেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন একটি গাছ জলেতে ফেলে দিতে, যা জলকে বিশুদ্ধ করল (যাত্রাপুস্তক ১৫:২৫)।
- ❖ ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকি, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করি এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করি।
- ❖ যদি ইস্রায়েল ঈশ্বরের প্রত্যাশা পূরণ করত এবং তাঁর দেওয়া নিয়মগুলি অনুসরণ করত, তাহলে তারা নিশ্চিত থাকতে পারত যে তারা অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাবে (যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬)।

খ. স্বর্গ থেকে রুটি (যাত্রাপুস্তক ১৬:১-৩৬)

- ❖ মাংস খাওয়ার ইচ্ছায় ইস্রায়েলীরা মোশিও হারুনের বিরুদ্ধে গুঞ্জন শুরু করল (যাত্রাপুস্তক ১৬:২-৩)। কিন্তু তাদের এই অভিযোগ আসলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই ছিল (যাত্রাপুস্তক ১৬:৮)। তাদের সমস্যাটি কী ছিল?
 - তারা অতীতকে ভুলে গিয়েছিল
 - তারা বর্তমান কষ্টের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিল
 - তারা প্রতিশ্রুত ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করেছিল
- ❖ ঈশ্বর প্রথমে তাদের জন্য বটের পাঠালেন, পরে প্রতিদিন তাদের জন্য যথেষ্ট রুটি দিলেন... ৪০ বছর ধরে! (যাত্রাপুস্তক ১৬:৩৫)
- ❖ স্বর্গ থেকে আগত এই রুটি সত্যিই অলৌকিক ছিল:
 - সূর্য উঠলে তা গলে যেত (যাত্রাপুস্তক ১৬:২১)
 - প্রথম পাঁচ দিন একই পরিমাণে পড়ত (যাত্রাপুস্তক ১৬:১৬)
 - ষষ্ঠ দিনে দ্বিগুণ পরিমাণে পড়ত (যাত্রাপুস্তক ১৬:২২)
 - শনিবারে কিছুই পড়ত না (যাত্রাপুস্তক ১৬:২৬)
 - পরদিন পর্যন্ত রেখে দিলে তা পচে যেত, পোকা ধরত (যাত্রাপুস্তক ১৬:২০)
 - কিন্তু শুক্রবারে জমানো রুটি শনিবার পর্যন্ত ঠিক থাকত (যাত্রাপুস্তক ১৬:২৩-২৪)

গ. হোরেবের শিলা (যাত্রাপুস্তক ১৭:১-৭)

- ❖ “প্রভু কি আমাদের মধ্যে আছেন, না নেই?” (যাত্রাপুস্তক ১৭:৭)। ঈশ্বর কি প্রতিদিন তাদের জন্য স্বর্গ থেকে রুটি পাঠাননি? তারা কি মেঘের স্তম্ভে তাঁর উপস্থিতি দেখতে পায়নি?
- ❖ ইস্রায়েলীয়দের অবিশ্বাস সত্যিই আশ্চর্যের। কিন্তু পৌল আমাদের সতর্ক করে বলেন যেন আমরাও তাদের মতো অবিশ্বাস না করি (হিব্রু ৩:১২)।
- ❖ তাদের অবিশ্বাস সত্ত্বেও, যীশু নিজে শিলাটিকে ভেঙে জল বের করে তাদের সমস্ত যাত্রাপথে জল সরবরাহ করলেন। “ঐ আত্মিক শিলা তাদের সঙ্গে চলত” (১ করিন্থীয় ১০:৪)।
- ❖ তাদের জন্য যেমন, আমাদের জন্যও তেমনি-খ্রীষ্ট হলেন জীবনের উৎস এবং অনন্ত জীবনের দাতা।

ঘ. হাত তুলে ধরো (যাত্রাপুস্তক ১৭:৮-১৬)

- ❖ মরুভূমি পার হওয়ার পর আমালেকীরা ইস্রায়েলের উপর আক্রমণ করল, এবং মূসা যিহোশূয়কে বললেন তাদের প্রতিরোধ করতে। আর তিনি, হারুন ও হূর “ঈশ্বরের লার্ঠি” নিয়ে পাহাড়ের উপরে দাঁড়ালেন (যাত্রাপুস্তক ১৭:৮-১০)।
- ❖ আমালেকীরা কেন আক্রমণ করেছিল? তারা শুনেছিল ঈশ্বর মিশরে কী করেছেন। কিন্তু অন্য কানানীয়দের মতো তারা ভয় পায়নি। তারা ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে তাঁর লোকদের উপর আক্রমণ করেছিল, যেন দেখাতে পারে তারা ঈশ্বরের চেয়েও শক্তিশালী (যাত্রাপুস্তক ১৭:১৬)।
- ❖ যতক্ষণ মোশি ঈশ্বরের লার্ঠি তুলে রেখেছিলেন, ইস্রায়েল জয় লাভ করছিল। কিন্তু তাঁর হাত ক্লান্ত হলে ইস্রায়েল পরাজিত হচ্ছিল (যাত্রাপুস্তক ১৭:১১)।
- ❖ এবার সময় এসেছিল নেতৃত্বের দায়িত্ব অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার। হারুন ও হূর মোশিকে সহায়তা করলেন এবং ঈশ্বরের কাজকে সফল করতে তাঁকে শক্তি ও সমর্থন দিলেন—ফলে শত্রুর পরাজয় ঘটল (যাত্রাপুস্তক ১৭:১২)।

ঙ. ভাল পরামর্শ (যাত্রাপুস্তক ১৮:১-২৭)

- ❖ ঈশ্বর মোশিকে যে চিহ্ন ঘোষণা করেছিলেন তা দেখে, যিথ্রো, সিন্ধোরা এবং তার পুত্রদের সাথে, হোরেবে তাকে দেখতে গেলেন (যাত্রাপুস্তক ৩:১২; ১৮:১-৫)।
- ❖ ইত্রো ইস্রায়েলি না হলেও, ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন। মোশির কাছ থেকে মিশরের ঘটনাগুলি শুনে তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে বলি উৎসর্গ করলেন (যাত্রাপুস্তক ১৮:৮-১২)।
- ❖ পরের দিন ইত্রো দেখলেন মোশি একাই সমস্ত লোকের বিচার করছেন, তখন তিনি মূসাকে পরামর্শ দিলেন: দায়িত্ব ভাগ করে দাও (যাত্রাপুস্তক ১৮:১৭-২৩)।
- ❖ মোশি বিনীতভাবে সেই পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং ঈশ্বরের কথা বলে সেই নির্দেশ অনুযায়ী যোগ্য লোকদের নির্বাচন করলেন।
- ❖ সেই লোকদের গুণাবলী (যাত্রাপুস্তক ১৮:২১):
 - যারা ঈশ্বরকে ভয় করে
 - যারা সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য
 - যারা দুর্নীতির লোভ থেকে বিরত থাকে

চ. জীবনরুটি ও জল: যীশু

- ❖ পৌল আমাদের বলেন যে যাত্রাপুস্তকের গল্পগুলি আমাদের শিক্ষার জন্য লেখা হয়েছিল, অর্থাৎ, আমাদের জীবনে তাদের একটি আধ্যাত্মিক প্রয়োগ রয়েছে (১ করিন্থীয় ১০:১-১১)।
- ❖ এই কাহিনিগুলি আমাদের লোভ, মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, প্রভুকে পরীক্ষা করা এবং অভিযোগ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে।
- ❖ অধিকন্তু, যীশু বিশেষভাবে পাথর থেকে জল এবং স্বর্গ থেকে রুটির গল্পগুলি নিজের উপর প্রয়োগ করেছিলেন।
- ❖ তিনিই জীবনের জল প্রদান করেন, যা পবিত্র আত্মার প্রতীক (যোহন ৪:১৪; ৭:৩৭-৩৯)। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাদের অন্তরের তৃষ্ণা, শান্তি, আনন্দ ও সন্তুষ্টি মেটাতে পারেন।
- ❖ যীশু বলেন, তিনিই সেই সত্যিকারের রুটি যিনি স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেই রুটি হল তাঁর নিজের দেহ (যোহন ৬:৫১)। এই দেহই ক্রুশে ভাঙা হয়েছিল যেন যারা তাঁকে “খাবে” –অর্থাৎ তাঁকে দ্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে—তারা উদ্ধার পায়। কেবল খ্রীষ্টই আমাদের আত্মিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাতে পারেন।